দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 27 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা

হারাধন গাঙ্গুলী

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ন্যূনতম পেশাগত মৌলিক অধিকার ভূলুন্ঠিত দীর্ঘকাল থেকে। কর্তৃপক্ষীয় প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্তই তাদের পেশাগত অধিকার খর্ব করেছে একের পর এক। যার ফলে এক সর্বনাশা নিরুৎসাহজনক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সরাসরি সরকারী কলেজ শিক্ষকতায় যোগদান ও আত্তীকৃত শিক্ষকদের অবস্থানগত প্রশ্নের আজো সমাধান হয়নি। একটানা বারো, চৌদ্দ, আঠারো বছর ধরে পদোন্নতি না পেয়ে শিক্ষকদের প্রভাষক হয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। পদোন্নতির জন্যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে, কিন্তু উত্তীর্ণ হলেই যে পদোন্নতি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই বা বিধান নেই। ফলে কোন দৃষ্টান্তও নেই। আর সেই পরীক্ষা পদ্ধতিটিও বিতর্কিত। টাইম স্কেল নেই। এমনকি সবার গ্রহণযোগ্য গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি, সমাধান হয়নি জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের মত মৌলিক প্রশ্নটির। মোটকথা, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বয়স যতই হোক, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাডার সার্ভিসে আজো উন্নীত হতে পারেনি। আর শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও উচ্চতর জীবনমুখী গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিকবোধ বিকশিত করার লক্ষ্যে সামান্যতম উদ্যোগ তথা প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বা গবেষণার সমস্ত পথই রাখা হয়েছে রুদ্ধ।

পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে ডাক্তার ও প্রকৌশলীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যে উদাহরণ রেখেছিলেন, সরকারী কলেজ শিক্ষক তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

শিক্ষকদের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকেছে। সমস্ত স্তরের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের উপলব্ধির অস্পষ্টতা এখন অপসৃয়মান। আব্রাহাম লিংকন যেমন বলেছিলেন, কিছু লোককে সমস্ত জীবনের জন্যে বোকা বানিয়ে রাখা যায়, সমস্ত লোককে কিছুদিনের জন্যে বোকা বানানো যায়। কিন্তু সমস্ত লোককে সমস্ত জীবনের জন্যে বোকা বানানো যায় না। তাই শিক্ষকরাও দেখলেন এতদিন বিভক্ত থেকে নিজেদের মধ্যে একমাত্র কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া তাদের আর কিছুই অর্জন হয়নি। সুতরাং আর বিভাজন নয়। ঐক্য। পেশাগত মৌলিক অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সমস্ত সরকারী কলেজ শিক্ষকদের একটি একক সংগঠন চাই— এ বোধ এখন সর্বত্র এবং সমস্ত স্তরের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের আলোড়িত করছে। কলেজে যোগদানের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণে যে অচলায়তনের সৃষ্টি, তা ভেঙ্গে ফেলার স্বার্থে অনেক কিছু ছাড় দিয়ে হলেও ন্যূনতম কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশী শিক্ষক-সমাজ। এখন তা সম্ভব।

প্রথমতঃ ১৯৮১ সালের আত্তীকৃত আইন অনুযায়ী আত্তীকৃত শিক্ষকবৃন্দ যেহেতু তাদের 'ইফেকটিভ সার্ভিস' মেনে নিয়েছেন, তাই সরকারী কলেজে যোগদানের তারিখ ধরে তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ এবং পিএসসি'র মাধ্যমে সরাসরি আসা শিক্ষকদের যোগদানের তারিখ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী একটি একক গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ 'চাকরিবিধি' অনুযায়ী সময়মত পদোন্নতি অবশ্যই দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পদশূন্যতার প্রশ্নটি কার্যকর নয় এবং তাই গ্রহণীয়ও নয়। একজন প্রভাষক সহকারী অধ্যাপকের পদে সময়মত পদোন্নতি পেয়ে একই স্থানে থাকতে পারেন। অর্থাৎ তার পদটির 'আপ গ্রেড' হবে। কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমে পেশাগত স্তরের পরিবর্তন হলেও 'চাকরি প্রকৃতির' কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে একই বিভাগে একাধিক সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক থাকতে পারেন। যদি অন্যত্র বদলির সুযোগ না থাকে। এবং সব ক্ষেত্রে সরকারী চাকরিতে যোগদানের তারিখ অনুযায়ী তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।

অন্যদিকে এর ফলে পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বৈষম্যও দূরীভূত হবে। ইংরেজী, জীববিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ভূগোল, আরবী, সংস্কৃতসহ আরো কতিপয় বিষয়ের প্রভাষকবৃন্দ শূন্য পদের সুযোগে দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে যান। (লেখক তাতে ঈর্ষান্বিত নয়)। অন্যদিকে বাংলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগের বিষয়সমূহ, বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, অংকসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকরা পনেরো-ষোল বছর পড়ে থাকেন প্রভাষক হিসেবে।

তাই সময়মত পদোন্নতি এবং এক্ষেত্রে বিষয়গত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্যাডারের জন্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। শিক্ষা ক্যাডারে যেহেতু বাড়তি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় এবং এই পেশার প্রতি মেধাবীদের আকৃষ্ট করার স্বার্থেই ক্যাডারভুক্ত হলেও ভিন্নতর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সময়মত পদোন্নতির সুযোগ বা অধিকারই যদি না থাকে তবে ক্যাডারভুক্ত থেকেই বা কি লাভ?

তৃতীয়তঃ সবক্ষেত্রে তো বটেই, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্যে গুণগত মান যাচাইয়ের প্রশ্নটি অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তা শিক্ষকদের পেশাগত মান নির্ণয় ও তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবে সার্বিক বিকাশের যে প্রশ্নটি তোলা হয়, সেখানে আমাদের উত্তর হল, প্রতিটি প্রভাষককে যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে 'বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স' সমাপ্ত করতে হচ্ছে এবং এটি অত্যন্ত কার্যকর প্রশিক্ষণ। সেখানে পদোন্নতির জন্যে পিএসসি'র পরিচালিত পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক। তাই আমরা মনে করি, প্রভাষকদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্যে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স গুণগত মান যাচাইয়ের মাধ্যমে হতে পারে। অথবা এমন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে যা বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

চতুর্থতঃ ১৯৮৫ সালে পদোন্নতির জন্যে পরীক্ষা পদ্ধতি যখন শুরু হয়, তখন বহু শিক্ষকেরই প্রভাষক হিসেবে আট থেকে ষোল-সতেরো বছর চলছে। অথচ চার বছর অতিক্রান্ত হলেই যেকোন শিক্ষক এ পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা রাখবেন। কেন সেই পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ আজকের প্রবীণরা চাকরি জীবনের প্রথম পেলেন না? কেনই বা আজ পর্যন্ত প্রভাষক থাকবেন— এ প্রশ্ন বিবেচনায় রেখে আমরা মনে করি, যাদের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর ও তদূর্ধ্ব হয়েছে তাদের অবিলম্বে সহকারী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি দিতে হবে।

পঞ্চমতঃ অন্যদের তুলনায় শিক্ষা ক্যাডারে প্রবেশের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়তি চাওয়া হয়। অথচ বেতন স্কেলসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের মত শিক্ষা ক্যাডারের জন্যেও সমান বলা হয়। আসলে কি তাই? সরকারী কলেজ শিক্ষকদের এ সম্পর্কেও সার্বিকভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে আজ।

সর্বোপরি একটি উদার, আধুনিক, যুক্তিবাদী চেতনার বিকাশ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দান ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের পরিধি আরো বাড়ানো এবং নিয়মনীতি সহজতর করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ প্রয়োজন।

মোট কথা ন্যূনতম কর্মসূচীভিত্তিক সরকারী কলেজ শিক্ষকদের একটি একক সংগঠন গড়ে না তোলা পর্যন্ত কারোরই একটি মৌলিক দাবীও পূরণ হবে না। সেই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী দাঁড় করানোর লক্ষ্যে উল্লেখিত প্রস্তাবনাগুলো উত্থাপিত হল মাত্র।